দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..03 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ৮ .....

# পাঠাগারে উদাসীন ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন

■ বারেক কায়সার

লাইব্রেরি বা পাঠাগারের বিষয়ে উদাসীন ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন। সরেজমিনে দেখা গেছে, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটির ৯৩ ওয়ার্ডে লাইব্রেরি চালু আছে মাত্র ৭টি ওয়ার্ডে। এসবের কোথাও লাইব্রেরি রুমে রাখা হয়েছে কমিউনিটি সেন্টারের থালা-বাসন। কোথাও লাইব্রেরি কক্ষ ও বইয়ে জাল বুনেছে মাকড়সা।

গত এক দশকে রাজধানীবাসীর দেখভালকারী সংস্থা দুই সিটি করপোরেশনের জনসংখ্যা ও সীমানা বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও। এ সময় স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ। বাড়েনি কেবল করপোরেশনের পাঠাগারের সংখ্যা।

এক দশকের ব্যবধানে ঢাকা দক্ষিণ সিটির পাঠাগারের সংখ্যা ২৩ থেকে ৭টিতে নেমে এসেছে। পর্যাপ্ত পাঠক থাকলেও কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা ও সুষ্ঠু পরিবেশের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে ১৬টি পাঠাগার। এর মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে কাগজে-কলমে পাঠাগার আছে ৫টি। তবে ৪টি পাঠাগারের কোনো অস্তিত্বই নেই।

ঢাকা দুই সিটির পাঠাগার সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত পাঠাগারগুলো বিকাল ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। পাঠকরা সাধারণ বইয়ের পাশাপাশি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, জার্নাল, গবেষণাপত্র, সায়েন্সফিকশন ইত্যাদি পাঠের সুযোগ পাবেন। আর এতে ক্যাটালগার ও লাইব্রেরিয়ানের সহযোগিতা থাকবে। তবে বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব সুবিধা তো দূরের কথা পাঠাগারগুলো চালু রাখতেই হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, নীতিমালায় উল্লেখিত একটি সুবিধাও দেয়ার সামর্থ্য চালু পাঠাগারগুলোর নেই। নেই পর্যাপ্ত বই, রাখা হয় না কোনো ম্যাগাজিন। কোনোটি আবার খোলারই লোক নেই। কোনো পাঠাগারেই বইয়ের ক্যাটালগ নেই। ক্লিনাররা পালন করছেন লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব। বইয়ের আলমারি না খুলতে খুলতে জং ধরে গেছে। প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা রাখার কথা থাকলেও নিয়ম মানা হয় না।

জানা যায়, ২০০২ সালের শুরুতে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অনেকে নিজস্ব ইদ্যোগে পাঠাগার চালু করেছিলেন। সিটি করপোরেশন বিভক্ত হওয়ার পরই পরিচালনার ব্যর্থতায় সাবেক ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭৪, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৬৫, ৫৪, ৪২, ৪৪, ৪, ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা ১৫টি পাঠাগারের সবগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৫৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬টিতে এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র ১টি ওয়ার্ডে পাঠাগার নামমাত্র চালু আছে।

**● দক্ষিণ সিটির ২৩টির মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে ১৬টি**
**● উত্তর সিটির ৫টির মধ্যে ৪টির অস্তিত্বই নেই**

ঢাকা দক্ষিণ সিটির ৭টি পাঠাগারের বেহাল অবস্থা। আশপাশে কয়েকটি স্কুল-কলেজ থাকলেও হাজারীবাগ পার্কের কাছে অবস্থিত হাজী খলিল সর্দার লাইব্রেরি পাঠক শূন্য। ২০ বছরের পুরনো এ পাঠাগারটিতে বই আছে মাত্র ৫০০। লালবাগে অবস্থিত মাওলানা মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ ইসলামী পাঠাগারের পরিবেশ নোংরা। দ্বিতল পাঠাগারের নিচতলায় মহানগর শিশু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দ্বিতীয় তলার একাধিক লাইট ও ফ্যান নষ্ট। টয়লেটে পানি নেই। বই আছে মাত্র ৫০০টি।

রোকনপুর পাবলিক লাইব্রেরির অবস্থান লক্ষীবাজার সংলগ্ন রোকনপুর কমিউনিটি সেন্টারের পঞ্চম তলায়। সেখানে গিয়ে পাঠাগারের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। কক্ষের একপাশে বড় বড় ডেক-ডেকচি ও থালা বাসন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সূত্রাপুরের জহির রায়হান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পাঠাগারটিও কার্যত বন্ধ। কেন্দ্রের কর্মচারীরা জানান, এখানে কোনো লাইব্রেরিয়ান নেই। চতুর্থ শ্রেণির একজন কর্মচারী মাঝে মাঝে দুই ঘণ্টার মতো এটি খোলা রাখেন। ওয়ারীতে অবস্থিত আবদুর রহিম স্মৃতি পাঠাগারের চিত্রও অভিন্ন। ফকির চান কমিউনিটি সেন্টারের দ্বিতীয় তলার অপ্রশস্ত একটি কক্ষে শ'দুয়েক বই নিয়ে চলছে এটি।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা খোন্দকার মিল্লাতুল ইসলাম জানান, পাঠাগার পরিচালনায় লোকবলের সঙ্কট প্রকট। সঙ্কট নিরসনে পাঠাগারগুলোতে লাইব্রেরিয়ান ও ক্যাটালগার পদে নিয়োগের চিন্তা-ভাবনা চলছে। তাছাড়া পাঠাগারগুলোকে সত্যিকার অর্থে পাঠকবান্ধব করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

এদিকে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে পাঠাগার সংখ্যা ৫টি। তবে এর মধ্যে ৪টি পাঠাগারেরই কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্যটিও পাঠকের অভাবে নিষ্প্রাণ। করপোরেশনের তালিকায় মোহাম্মদপুর টাউন হল সংলগ্ন স্থানে কমিশনার রাজু মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরির অবস্থানের কথা উল্লেখ থাকলেও বর্তমানে সেখানে কোনো লাইব্রেরির অস্তিত্ব নেই। প্রায় এক যুগ আগেই এটি বন্ধ হয়ে গেছে। কমিশনার অফিসের তিন তলায় অবস্থিত পাঠাগার কক্ষটিতে বইপত্র যা ছিল সেগুলোও অনিয়ন্ত্রিত